বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ।

ফোন ঃ ২২৩৩৫১৬০৬, ৪৭১২০৭৩৩
email:dgmrsd@krishibank.org.bd

প্রকা/গবেও পরিঃ-৩৯(নির্বাচন)/২০২৩-২৪/৩০৬ তারিখঃ০৩/১২/২০২৩

১। উপমহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা;
২। উপমহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা;
৩। ব্যবস্থাপক, সকল শাখা
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

"নির্বাচন অগ্রাধিকার"

বিষয় ঃ নির্বাচন এ মনোনয়নপত্র দাখিলকারী প্রার্থীদের ঋণখেলাপ সংক্রান্ত বিষয়ে
ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ গ্রহীতার অযোগ্যতা প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

বর্ণিত বিষয়ে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ ১২ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো (কপি সংযুক্ত)।

০২। এস আর ও নং-২৩৫/আইন/২০২১ তারিখঃ ২৮জুন ২০২১ মূলে সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ নং-১৯৭২ এর নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ ১২ এ বর্ণিত কোন ব্যক্তি নির্বাচিত হইবার অযোগ্যতার শর্তের উপর অনুচ্ছেদ (ঠ) এ-

"প্রার্থী, কৃষি কার্যের জন্য গৃহীত ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ ব্যতীত,ঋণ গ্রহীতা হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা প্রদানের তারিখের পূর্ববর্তী ৭ দিনের মধ্যে তৎকর্তৃক কোন ব্যাংক হইতে গৃহীত কোন ঋণ বা উহার কোন কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইয়া থাকেন"

উক্ত আদেশ'র একই অনুচ্ছেদ এ উল্লিখিত ব্যাখ্যা ৪ অনুসারে "ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ" অর্থ চা বা তামাক ব্যতীত,সকল প্রকারের ফসল ঋণ এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত স্বল্প মেয়াদী ঋণ এবং সেচ যন্ত্রপাতি,পশুপালন,মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন,কৃষি যন্ত্রপাতি,নার্সারি ও উদ্যানভিত্তিক ফসল, পান চাষ, জলমহাল ব্যবস্থাপনা এবং রেশম গুটি উৎপাদন, তুঁতগাছ,লাক্ষা গাছ, খয়ের ইত্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহার পরিমাণ প্রত্যেকটি ঋণের বিপরীতে সুদে আসলে ১ লক্ষ টাকার অধিক হইবে না।

উল্লেখ করায় সুদে আসলে ১ লক্ষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ গ্রহীতা খেলাপী হলেও নির্বাচনের সময় আপত্তি উত্থাপনের সূযোগ নেই।

০৩। বিষয়টি অতীব জরুরী ও স্পর্শকাতর।

সংযুক্তি ঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা সমূহ।

আপনার বিশ্বস্ত,

03/12/2023

(মোহাম্মদ আহাদ খান)
উপমহাব্যবস্থাপক

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ ঃ

১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
২। স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
৩। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক (অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন মহাবিভাগ) মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সকল বিভাগীয় কার্যালয়।
৫। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেম্স বিভাগ,বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েবপেইজে পত্রখানা আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অুরোধ করা হলো)
৬। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়।
৭। নথি/মহানথি।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ আষাঢ়, ১৪২৭/ ২৮ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও.নং-২৩৫/আইন/২০২১।—The Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর ৯৪ক অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আদেশের নিম্নরূপ নির্ভরযোগ্য বাংলা পাঠ প্রকাশ করিল:

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২

(১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫)

[২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২]

যেহেতু, জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;[১]

সেহেতু, এক্ষণে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ আদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:

অধ্যায় ১
প্রারম্ভিক

১। (১) এই আদেশ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

[১] এই আদেশের সর্বত্র "ট্রাইব্যুনাল" অথবা "ট্রাইব্যুনাল" এবং "ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে "হাইকোর্ট বিভাগ" অথবা "হাইকোর্ট বিভাগ" এবং "হাইকোর্ট বিভাগ" শব্দগুলি, যথাক্রমে যেখানে যেভাবে প্রযোজ্য, গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

মূল্য : টাকা ৬৪.০০

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এইরূপে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণে সংক্ষুব্ধ হইয়া কোনো যানবাহন বা জলযানের মালিক, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, বিষয়টি কোনো সালিশের নিকট দাখিল করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন, সেইক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সালিশ কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রদেয় হইবে।

অধ্যায় ৩
নির্বাচন

[১][৭। [২][***] (১) কমিশন প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকা হইতে কোনো সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকার জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিবে; এবং কোনো ব্যক্তিকে দুই বা ততোধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা যাইবে।

(২) কমিশন প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে একাধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) সহকারী রিটার্নিং অফিসার এই আদেশের অধীন তাহার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা প্রদান করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার এই আদেশ ও বিধিমালার বিধানাবলি অনুসারে কার্যকরভাবে কোনো নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্য ও বিষয় সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(৫) কমিশনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট জেলায় নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক তাহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(৬) কমিশন, যে কোনো সময়ে, লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত যে কোনো কর্মকর্তা বা সরকারি পদে অধিষ্ঠিত অন্য যে কোনো ব্যক্তি, বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোনো সদস্যকে, যিনি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোট প্রদান বা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা বা প্রতিরোধ সৃষ্টি করিয়াছেন বা প্রচেষ্টা চালাইতেছেন অথবা কোনোভাবে নির্বাচন কার্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোনো ভোটারকে প্রভাবিত করিয়াছেন অথবা নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার লক্ষে অন্য কোনো কার্য করিয়াছেন, প্রত্যাহার করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ প্রত্যাহৃত কর্মকর্তা বা ব্যক্তির দায়িত্ব পালনের জন্য তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

---

[১] অনুচ্ছেদ ৭ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] উপান্ত টীকা—"জেলা রিটার্নিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসার, ইত্যাদি" গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা বিলুপ্ত।

[১][(৭) যেক্ষেত্রে কমিশন দফা (৬) এর অধীন কোনো কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে প্রত্যাহার করে, সেইক্ষেত্রে—

(ক) যদি অনুরূপ কর্মকর্তা বা ব্যক্তি কোনো ভোট কেন্দ্রে বা নির্বাচনি এলাকায় কর্মরত থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভোট কেন্দ্র বা নির্বাচনি এলাকা ত্যাগ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) দফা (ক) এর অধীন নির্দেশের ক্ষেত্রে, নির্দেশে উল্লিখিত সময়ের জন্য অনুরূপ কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে নির্বাচনি এলাকার বাহিরে থাকিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন, এবং তদনুযায়ী তিনি নির্দেশ মান্য করিবেন, এবং যদি তাহাকে কেবল উক্ত নির্বাচনি এলাকায় কোনো সরকারি দায়িত্ব পালন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার ছুটি বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(গ) উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে ।]

৮। [২][(১) কমিশন প্রত্যেকটি নির্বাচনি এলাকা হইতে সদস্য নির্বাচনের লক্ষ্যে, ভোট কেন্দ্রসমূহের তালিকা সংরক্ষণ করিবে।]

(২) [৩][কমিশন ভোট কেন্দ্রসমূহের তালিকায় তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং কমিশন ভোট গ্রহণের তারিখের অন্যূন পঁচিশ দিন] পূর্বে যে এলাকার ভোটার যে ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন, তাহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া, ভোট কেন্দ্রসমূহের চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার দফা (২) এর অধীন প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য ভোট কেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবেন ।

(৪) কোনো প্রার্থীর মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো প্রাঙ্গনে কোনো ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা যাইবে না ।

[৪][(৫) প্রার্থিতা চূড়ান্তকরণের পর যদি পরিলক্ষিত হয় যে, দফা (২) এর অধীন সরকারি গেজেটে প্রকাশিত কোনো ভোট কেন্দ্র কোনো প্রার্থীর মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন রহিয়াছে, তাহা হইলে কমিশন যে কোনো সময়ে উহা পরিবর্তন করিতে পারিবে।]

---

১ দফা (৭) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "কমিশন দফা (১) এর অধীন প্রদত্ত ভোট কেন্দ্রসমূহের তালিকায় তৎবিবেচনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে পারিবেন এবং কমিশন ভোট গ্রহণের তারিখের অন্যূন পনের দিন" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিশন ভোট কেন্দ্রসমূহের তালিকায় তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং কমিশন ভোট গ্রহণের তারিখের অন্যূন পঁচিশ দিন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ দফা (৫) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৯। [১][(১) রিটার্নিং অফিসার, লিখিত নোটিশ দ্বারা, সংশ্লিষ্ট জেলার সকল সরকারি বা বেসরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানগণকে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারের প্যানেল প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি যে গ্রেড উল্লেখ করিবেন সেই গ্রেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের একটি তালিকা তাহাকে সরবরাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

(১ক) প্যানেল প্রস্তুত হইবার পর, রিটার্নিং অফিসার উহার একটি অনুলিপি যে সকল অফিস, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন তাহাদের প্রধানগণের নিকট উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে নির্বাচন কার্যে নিয়োজিত করিবার জন্য তাহাদের চাকরি কমিশনের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করিবার অনুরোধসহ প্রেরণ করিবেন এবং প্যানেলের একটি অনুলিপি কমিশনের নিকটও প্রেরণ করিবেন।

(১খ) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের জন্য প্যানেল হইতে একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা প্রদানের জন্য তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি কোনো প্রার্থীর অধীন চাকরিরত থাকিলে, বা কোনো সময় চাকরি করিয়া থাকিলে, তাহাকে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না।]

(২) প্রিজাইডিং অফিসার এই আদেশ ও বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ভোটকার্য পরিচালনা করিবেন এবং ভোটকেন্দ্রের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং তদ্বিবেচনায় সুষ্ঠু ভোটকার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রতিবেদন প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটকার্য চলাকালে প্রিজাইডিং অফিসার কোনো সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবেন এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উক্তরূপ অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন ।

(৩) যদি, ভোটকার্য চলাকালে কোনো সময়ে অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে, প্রিজাইডিং অফিসার ভোট কেন্দ্রে হাজির না থাকেন অথবা তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাহার স্থলে কার্য করিবার জন্য রিটার্নিং অফিসার কোনো একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করিবেন এবং ভোটকার্য সমাপ্ত হইবার পর প্রিজাইডিং অফিসার অনতিবিলম্বে তাহার অনুপস্থিতির কারণসহ একটি প্রতিবেদন রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার, ভোটকার্য চলাকালীন যে কোনো সময়ে লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোনো প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং এইরূপে বরখাস্তকৃত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের জন্য তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

---

[১] দফা (১), (১ক) এবং (১খ) পূর্বের দফা (১) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১০। (১) কমিশন প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার রিটার্নিং অফিসারকে [১][অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশের অব্যবহিত পর] উক্ত এলাকার ভোটার তালিকা সরবরাহ করিবে।

(২) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারকে উক্ত ভোট কেন্দ্রের ভোট প্রদানের অধিকারী ভোটারগণের নাম সংবলিত একটি ভোটার তালিকা সরবরাহ করিবেন।

১১। (১) সংসদ গঠনকল্পে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকা হইতে একজন সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটারগণকে আহবান করিবেন এবং উক্ত প্রজ্ঞাপনে প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য নিম্নবর্ণিত তারিখসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিবে-

[২][(ক) যে তারিখে বা যে তারিখের পূর্বে প্রার্থীগণের মনোনয়নপত্র জমা প্রদান করা যাইবে;]

(খ) মনোনয়নপত্র বাছাই করিবার জন্য এক [৩][বা একাধিক] তারিখ;

(গ) যে তারিখে বা যে তারিখের পূর্বে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করা যাইবে; এবং

(ঘ) ভোট গ্রহণের জন্য এক [৪][বা একাধিক] তারিখ যাহা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখের অন্তত পনেরো দিন পরে হইবে।

(২) দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার রিটার্নিং অফিসার, যথাশীঘ্র সম্ভব, তিনি যে এক বা একাধিক এলাকার রিটার্নিং অফিসার সেই এলাকা বা এলাকাসমূহে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ সংবলিত একটি গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন; এবং গণবিজ্ঞপ্তিটি যে নির্বাচনি এলাকা সম্পর্কিত সেই এলাকার কোনো উল্লেখযোগ্য স্থান বা স্থানসমূহে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) দফা (২) এর অধীন জারিকৃত কোনো গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা মনোনয়নও আহবান করা হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার [৫][বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার] কর্তৃক যে সময়ের পূর্বে এবং যে স্থানে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হইবে উহাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইবে।

১২। [৬][(১) কোনো নির্বাচনি এলাকার যে কোনো ভোটার উক্ত এলাকার সদস্য নির্বাচনের জন্য সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের দফা (১) এর অধীন সদস্য হইবার যোগ্য যে কোনো ব্যক্তির নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পারিবেন:

---

[১] "অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশের অব্যবহিত পর" শব্দগুলি, বন্ধনি এবং সংখ্যা "উক্ত এলাকা" শব্দগুলির পর গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৪ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] উপ-দফা (ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (চতুর্থ সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] "বা একাধিক" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (চতুর্থ সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৪] "এক" শব্দটির পর "বা একাধিক তারিখ" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৫ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫] "বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৬] দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার, বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) তিনি কোনো নির্বাচনি এলাকায় ভোটার হিসাবে তালিকাভুক্ত না থাকেন;

(খ) তিনি কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত না হন বা একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী না হন;

(গ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;

(ঘ) তিনি অনুচ্ছেদ ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪ ও ৮৬ এর অধীন কোনো অপরাধের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকেন এবং তাহার মুক্তিলাভের তারিখের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয়;

(ঙ) অনুচ্ছেদ ৬৩ এর দফা (১) এর অধীন উপ-দফা (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত যে কোনো কারণে কোনো ব্যক্তির কোনো আসনে তাহার নির্বাচন অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হয় এবং এইরূপ ঘোষণার তারিখের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয়;

(চ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের কোনো চাকরি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন বা অবসরে গমন করিয়াছেন এবং তাহার পদত্যাগ বা অবসরে গমনের পর তিন বৎসর অতিবাহিত না হয়;

(ছ) তিনি দুর্নীতির কারণে প্রজাতন্ত্রের বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের চাকরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহার বরখাস্ত, অপসারণ বা বাধ্যতামূলক অবসরের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয়;

(জ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের কোনো চাকরি হইতে অবসর গমনের পরপরই অনুরূপ চাকরিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং উক্তরূপ চুক্তির মেয়াদ অতিক্রান্ত বা বাতিল হইবার পর তিন বৎসর অতিবাহিত না হয়;

(ঝ) তিনি, কোনো বিদেশি রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান হইতে অনুদান বা তহবিল গ্রহণ করিয়া থাকে এইরূপ একটি বেসরকারি সংস্থার কার্যনির্বাহী পদে কর্মরত আছেন অথবা এই ধরনের পদ হইতে পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ করিয়াছেন বা পদচ্যুত হইয়াছেন এবং উক্তরূপ পদত্যাগ, অবসর বা পদচ্যুতির পর তিন বৎসর অতিবাহিত না হয়;

(ঞ) [১][***]

(ট) কোনো সমবায় সমিতি এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ব্যতীত, সরকারের নিকট পণ্য সরবরাহ করিবার জন্য বা সরকার কর্তৃক গৃহীত কোনো চুক্তির বাস্তবায়ন বা সেবা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য, তিনি তাহার স্বীয় নামে বা ট্রাস্টি হিসাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে, বা তাহার সুবিধার্থে বা তাহার উপলক্ষে বা কোনো হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে তাহার কোনো অংশ বা স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া থাকেন;

(ঠ) তিনি, কৃষি কার্যের জন্য গৃহীত ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ ব্যতীত, ঋণগ্রহীতা হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা প্রদানের তারিখের পূর্ববর্তী সাত দিনের মধ্যে তৎকর্তৃক কোনো ব্যাংক হইতে গৃহীত কোনো ঋণ বা উহার কোনো কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইয়া থাকেন;

(ড) তিনি এইরূপ কোনো কোম্পানির পরিচালক বা ফার্মের অংশীদার হন [২][যাহা] কোনো ব্যাংক হইতে গৃহীত কোনো ঋণ বা উহার কোনো কিস্তি, মনোনয়নপত্র জমা প্রদানের তারিখের [৩][***] পূর্বে [৪][সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বা ফার্ম] কর্তৃক পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন;

(ঢ) তিনি ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা সরকারের সেবা প্রদানকারী কোনো সংস্থার অন্য কোনো বিল মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনের পূর্ববর্তী সাত দিনের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন;

[৫][(ণ) তিনি The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর অধীন কোনো অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছেন।]

ব্যাখ্যা ১।—''লাভজনক পদ'' অর্থ প্রজাতন্ত্র বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সরকারের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক শেয়ার রহিয়াছে এইরূপ কোনো কোম্পানির কোনো অফিসে সার্বক্ষণিক কোনো পদ বা পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা।

ব্যাখ্যা ২।—দফা (ট) এর অধীন আরোপিত অযোগ্যতা কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যেক্ষেত্রে—

(অ) চুক্তির কোনো অংশ বা স্বার্থ উত্তরাধিকারসূত্রে বা উইলসূত্রে তাহার নিকট প্রাপক, নির্বাহক বা ব্যবস্থাপক হিসাবে হস্তান্তরিত হয়, যদিনা উহা হস্তান্তরিত হইবার পর ছয় মাস বা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মঞ্জুরকৃত উহার অধিক সময়, অতিবাহিত হয়; অথবা

---

১ উপ-দফা (ঞ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর এর ধারা ৫(ক)(অ) দ্বারা বিলুপ্ত।

২ "যাহা" শব্দটি "যিনি" এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "সাত দিন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩(ক) দ্বারা বিলুপ্ত।

৪ "তাহার" শব্দটির পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বা ফার্ম" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫ উপ-দফা (ণ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(ই) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(আ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো পাবলিক কোম্পানির দ্বারা বা পক্ষে চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছে এবং তিনি উহার একজন শেয়ার হোল্ডার মাত্র, তবে উহার অধীন তিনি কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত পরিচালক নহেন বা ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিও নহেন; অথবা

(ই) তিনি কোনো হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য এবং তাহার অংশ বা স্বার্থ নাই এইরূপ কোনো স্বতন্ত্র ব্যবসা পরিচালনাকালে পরিবারের অন্য কোনো সদস্য কর্তৃক চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ৩।—"ব্যাংক" অর্থ—

(ক) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১, (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো "ব্যাংক কোম্পানী";

[১][(খ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক;]

[২][***]

(ঘ) The Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O.No. 17 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন";

(ঙ) The Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O.No. 27 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক";

(চ) The Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ord.No. XI of 1976) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ";

(ছ) The Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance,1986 (Ord.No. LVIII of 1986) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক";

(জ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বেসিক ব্যাংক লিমিটেড" (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যাংক লিমিটেড)।

ব্যাখ্যা ৪।—"ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ" অর্থ চা বা তামাক ব্যতীত, সকল প্রকারের ফসল ঋণ, এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত স্বল্প মেয়াদি ঋণ এবং সেচযন্ত্রপাতি, পশুপালন, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, কৃষিযন্ত্রপাতি, নার্সারি ও উদ্যানভিত্তিক ফসল, পানচাষ, জলমহাল ব্যবস্থাপনা এবং রেশমগুটি উৎপাদন, তুঁতগাছ, লাক্ষা গাছ, খয়ের, ইত্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রদত্ত দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহার পরিমাণ প্রত্যেকটি ঋণের বিপরীতে সুদে আসলে এক লক্ষ টাকার অধিক হইবে না।

---

[১] দফা (খ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(ঈ)(১) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
[২] দফা (গ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(ঈ)(২) দ্বারা বিলুপ্ত।